সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ জ্যৈষ্ঠ- ১৪২৭ ❑ পৃষ্ঠা ৮

হাওরের ৯০ ভাগ ও সারাদেশের ৩ | চালু হলো ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন ৪ | খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা বৃদ্ধি ৫ | পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সবজি বীজ ৫ | দেশের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে ফল ৬

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ফুড ফর ন্যাশন’ উদ্বোধন করেছেন–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে (জুম প্ল্যাটফর্মে) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

দেশের খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণন, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, চাহিদা মোতাবেক সহজলভ্যতা তৈরি এবং জরুরি অবস্থায় ফুড সাপ্লাইচেইন অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষি মার্কেটপ্লেস ‘ফুড ফর ন্যাশন (foodfornation.gov.bd)’ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ মে ২০২০ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে (জুম প্ল্যাটফর্মে) এ সরকারি সেবা পোর্টাল উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, মহামারি করোনার কারণে শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের স্বাভাবিক পরিবহন এবং সঠিক বিপণন ব্যাহত হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকলকে নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের মতো কাজ করে যেতে হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, করোনাসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের সবচেয়ে বড় মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। আমরা কোনক্রমেই কোন মানুষকে অভুক্ত রাখতে পারি না। এদেশের সকল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য বিশেষ করে ধান, গম, ভুট্টা, সবজি, ফল প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সরবরাহ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য খাদ্য উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। কৃষিমন্ত্রী ০৭ মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল বাজারজাতকরণে আম ব্যবসায়ীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন, ফিরতি ট্রাকের বঙ্গবন্ধু সেতুতে টোল হ্রাসকরণ,ট্রাকের জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রদান প্রভৃতির অনুরোধ কৃষি মন্ত্রণালয়ের

করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সাশ্রয়ী ভাড়ায় বিআরটিসির ট্রাক ব্যবহার, ব্যাংকের লেনদেনের সময়সীমা বাড়ানো, ফিরতি ট্রাকের বঙ্গবন্ধু সেতুসহ অন্যান্য সেতুতে টোল হ্রাস করা, ট্রাকের জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রদান, পার্সেল ট্রেনে হিমায়িত ওয়াগন বা প্যাডেস্টাল ফ্যানের ব্যবস্থা, ত্রাণ হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল অন্তর্ভূক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংস্থাকে অনুরোধ জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। ২০ মে ২০২০ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত পৃথক পৃথক চিঠিতে এসব অনুরোধ জানানো হয়।

চিঠিতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির সভাপতিত্বে গত ১৬ মে ২০২০ তারিখে আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত অনলাইনে (জুম প্ল্যাটফর্মে) মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত পৃথক পৃথক চিঠিতে যেসব অনুরোধ জানানো হয়:

১. হাওরে ধান কাটা শ্রমিকদের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বোরো ধানের ভাল দাম পাচ্ছেন কৃষক

শেষের পাতার পর

অধিদপ্তরের উপপরিচালকদের পাঠানো তথ্যানুসারে সারাদেশের বোরো ধানের দাম এবং ধান কর্তন অগ্রগতি তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এবার ধানের যা দাম আছে এটি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত। ধান-চালের দাম বাড়লে চাষি ও কৃষকেরা খুশি হয়, কিন্তু সীমিত আয়ের মানুষেরা কষ্ট করে। তারা তাদের স্বল্প আয় দিয়ে প্রয়োজনীয় খাবার কিনতে পারে না। সেজন্য এ উভয় সংকট এড়াতে আমরা চাই একটা ব্যালেনস্ বা মাঝামাঝি অবস্থা যাতে ধান-চাল বিক্রি করে চাষি ও কৃষকেরা খুশি হয়, অন্যদিকে সীমিত আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। তিনি জানান, হাওর অঞ্চলের সিলেট জেলায় বর্তমানে ভেজা ধান ৭০০-৭৫০ টাকা, শুকনা ধান ৮০০-৮৫০ টাকা, মৌলভীবাজার জেলায় ভেজা ধান ৬৫০-৭৫০ টাকা, শুকনা ধান ৭৫০-৮০০ টাকা, হবিগঞ্জ জেলায় ভেজা ধান ৬৫০-৭০০ টাকা, শুকনা ধান ৭৫০-৮০০ টাকা, সুনামগঞ্জ জেলায় ভেজা ধান ৬৫০-৭৫০ টাকা, শুকনা ধান ৭৫০-৮০০ টাকা এবং নেত্রকোনা জেলায় ভেজা মোটা ধান ৬৫০-৬৮০ টাকা ও চিকন ধান ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কুমিল্লা অঞ্চলে ৭৭ ভাগ ধান কর্তন শেষ হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় মোটা ধান ৮০০-৮৫০ টাকা, চিকন ধান ৯০০ টাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ভেজা ধান ৬০০-৭০০ টাকা, শুকনা ধান ৮০০ টাকা এবং চাঁদপুর জেলায় মোটা ধান ৮০০-৮৫০ টাকা ও চিকন ধান ৯০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, খুলনা অঞ্চলে শতকরা ৭৩ ভাগ ধান কর্তন শেষ হয়েছে। খুলনা জেলায় মোটা ধান ৭৬০-৭৭০ টাকা, চিকন ধান ৮৮০- ৯০০ টাকা, বাগেরহাট জেলায় মোটা ধান ৭০০-৭৫০ টাকা, চিকন ধান ৮৫০- ৯০০ টাকা এবং সাতক্ষীরা জেলায় মোটা ধান ৮০০-৮২০ টাকা ও চিকন ধান ৯০০- ৯২০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলেও কৃষকেরা ধানের ভাল দাম পাচ্ছেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শেরপুর জেলায় মোটা ধান ৬৫০-৭০০ টাকা, চিকন ধান ৭০০-৭৫০ টাকা, ময়মনসিংহ জেলায় মোটা ধান ৭৫০-৮০০ টাকা, চিকন ধান ৮৫০- ৯০০ টাকা এবং জামালপুর জেলায় মোটা ধান ৬৫০-৭৫০ টাকা ও চিকন ধান ৮৫০- ৯০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, যশোর অঞ্চলে শতকরা ৬২ ভাগ ধান কর্তন করা হয়েছে। যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা জেলায় মোটা ধান ৮৫০-৯০০ টাকা, চিকন ধান ৯০০- ১০৫০ টাকা এবং কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলায় মোটা ধান ৬৫০-৭৫০ টাকা ও চিকন ধান ৮৫০- ৯০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বরিশাল অঞ্চলের পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় ৮২০-৮৫০ টাকা এবং দিনাজপুর জেলায় ভেজা ধান ৬৭৫-৭০০ টাকা ও শুকনা ধান ৭৭৫- ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে, রাজশাহী জেলায় ভেজা ধান ৮০০-৮৫০ টাকা, নওগাঁ জেলায় মোটা ধান ৬০০-৬৫০ টাকা এবং চিকন ধান ৮৫০-৯০০ টাকা, রংপুর জেলায় ভেজা ধান ৬৮০-৭০০ টাকা এবং শুকনা ধান ৮১০-৮২০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্যপ্রাপ্তি এবং করোনা সময়কালে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৮ লাখ মেট্রিক টন ধান, ১.৫ লাখ টন আতপ চাল, ১০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, এবং ৭৫ হাজার মেট্রিকটন গমসহ ২০ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য কিনবে সরকার। এ কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ধান বিক্রয়কারী কৃষকের তালিকা তৈরি করে তা খাদ্য বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। কৃষকের ধান বিক্রয়ে যাতে সুবিধা হয় এজন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৬৭৩ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষকদের স্বার্থে সারসহ সেচ কাজে বিদ্যুৎ বিলের রিবেট বাবদ কৃষিখাতে ৯,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সার্বিক কৃষিখাতের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মাত্র ৪% সুদে কৃষকদের ১৯,৫০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন,'এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে'- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসময় তিনি করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বৃদ্ধি করে ২০৩০ সালের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) অর্জন করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

আমফানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদেরকে

শেষের পাতার পর

প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, ফল ও পান চাষিদেরকে মাত্র ৪% সুদে কৃষি ঋণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সাতক্ষীরা জেলায় প্রায় ৬০-৭০ ভাগ আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়ে পড়া আমগুলো ত্রাণ হিসেবে দুস্থ জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে একদিকে যেমন আমচাষিরা কিছুটা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে অন্যদিকে তেমনি দুস্থ এবং অসহায় জনগণের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক প্রতিবেদন বোরো ধান ৪৭,০০২ হেক্টর শতকরা ১০ ভাগ, ভূট্টা ৩,২৮৪ হেক্টর শতকরা ৫ ভাগ, পাট ৩৪,১৩৯ হেক্টর শতকরা ৫ ভাগ, পান ২,৩৩৩ হেক্টর শতকরা ১৫ ভাগ, সবজি ৪১,৯৬৭ হেক্টর শতকরা ২৫ ভাগ, চীনাবাদাম তিল ১১,৫০২ হেক্টর ২০ ভাগ, আম ৭,৩৮৪ হেক্টর শতকরা ১০ ভাগ, লিচু ৪৭৩ হেক্টর শতকরা ৫ ভাগ, কলা ৬,৬০৪ হেক্টর শতকরা ১০ ভাগ, পেঁপে ১,২৯৭ হেক্টর শতকরা ৫০ ভাগ, মরিচ ৩,৩০৬ হেক্টর শতকরা ৩০ ভাগ, সয়াবিন ৬৪০ হেক্টর শতকরা ৫০ ভাগ, মুগডাল ৭,৯৭৩ হেক্টর শতকরা ৫০ ভাগ এবং আউশ ৬,৫২৮ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ব্রিফিংকালে কৃষিমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও সকলের সহযোগিতায় মহামারি করোনা এবং সুপার সাইক্লোন আমফানের মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বৃদ্ধি করে ২০৩০ সালের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) অর্জন করার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালে করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

'করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার' শীর্ষক দু'দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ ৩ জুন ২০২০ প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, প্রযুক্তির সিঁড়ি বেয়ে কৃষিকে নিতে হবে উচ্চ শেখরে। মানুষ বাড়ছে। কমছে আবাদি জমি। সে জন্যই ফসলের আশানুরূপ উৎপাদন বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি রাখা চাই এ ধারা অব্যাহত। কৃষি এখন দক্ষিণে। এ বছর ব্যাপকভাবে আউশ আবাদ হচ্ছে। বসতবাড়িতে চাষ হচ্ছে শাকসবজি। কোনো জায়গা ফাঁকা রাখা যাবে না। প্রতি ইঞ্চি জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা সফলকাম হবো।

কৃষি তথ্য সার্ভিস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. তাওফিকুল আলম এবং বরিশালের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে বরিশাল ও ঝালকাঠির বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন এআইসিসি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

হাওরের ৯০ ভাগ ও সারাদেশের ২৫ ভাগ ধান কর্তন সম্পন্ন – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, হাওরের ৯০ ভাগ ও সারা দেশের ২৫ ভাগ বোরো ধান কর্তন শেষ হয়েছে। হাওরের অবশিষ্ট ১০ ভাগ এ সপ্তাহের মধ্যে কর্তন সম্পন্ন হবে। হাওরভুক্ত এলাকাসমূহে অধিক জীবনকালসম্পন্ন ব্রি ধান ২৯ (জীব-নকাল-১৬৫ দিন) ধানের আবাদ থাকায় কর্তনে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫ মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে হাওরসহ সারা দেশের বোরো ধান কর্তন অগ্রগতি এবং করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। আগামী জুন মাসের মধ্যে সারা দেশের বোরো ধান শতভাগ কর্তন সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এ অনলাইন ব্রিফিংয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ সংযুক্ত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, হাওরভুক্ত সাত জেলায় (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভী-বাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) শুধু হাওরের এ বছর বোরো আবাদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৯৯ হেক্টর জমিতে, এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট কর্তন হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬৪ হেক্টর যা হাওরভুক্ত মোট আবাদের শতকরা ৯০.০২ ভাগ। হাওরাঞ্চলে (হাওর ও নন হাওর মিলে) মোট বোরো আবাদের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে, এর মধ্যে এ পর্যন্ত মোট কর্তনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৮১৩ হেক্টর যা হাওরের জেলাসমূহের মোট আবাদের শতকরা ৬৫.৩৪ ভাগ। অন্যদিকে, সারা দেশে আবাদের পরিমাণ ৪৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৪৭ হেক্টর এর মধ্যে কর্তন হয়েছে ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬১১ হেক্টর যা মোট আবাদের শতকরা ২৫ ভাগ।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ধান কর্তনের জন্য প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০০জন কৃষি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। সফলভাবে নিরাপদে হাওর অঞ্চলের বোরা ধান দ্রুত কর্তনের জন্য উত্তরাঞ্চলসহ দেশের প্রায় ৪টি কৃষি অঞ্চল হতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় প্রায় ৩৮ হাজার জন কৃষি শ্রমিককে হাওরে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ, আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগের কর্মীগণের স্বেচ্ছাশ্রম, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের স্বেচ্ছাশ্রম, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং এখনও করছেন। আমি সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জানাই।

ধান কাটার যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষিতে করোনাভাইরাসের প্রভাব এড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুয়ায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহে জরুরি সহায়তা বাবদ প্রথম পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ৮০৩টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৪০০টি রিপার ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ৫১৯টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৫০৮টি রিপারসহ সর্বমোট ১৩২২টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৯০৮ টি রিপার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসব কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে হাওর অঞ্চলে ৩৭০টি কম্বাইন হারভেস্টার ও ৪৫৫টি রিপার ধান কাটায় ব্যবহার হচ্ছে।

শুধু সুষ্ঠুভাবে ধান কাটা নয়, কৃষকেরা যাতে ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং করোনা সময়কালে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান, ১.৫ লক্ষ টন আতপ চাল, ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, এবং ৭৫ হাজার মেট্রিক টন গমসহ ২০ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি আরও জানান, খাদ্য ক্রয় কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ধান বিক্রয়কারী কৃষকের তালিকা তৈরি করে তা খাদ্য বিভাগের নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কৃষকের ধান বিক্রয়ে যাতে সুবিধা হয় এজন্য ইউনিয়নে পর্যায়ে ২২৩২টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

বর্তমানের কৃষি উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধির উদ্যোগের বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ের প্রদানকৃত নির্দেশনা মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত যাতে কোন জমি পতিত না থাকে এবং আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মাঠ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং পারিবারিক সবজি বাগান নামে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

কৃষিমন্ত্রী এসময় কৃষকদের বাঁচাতে ৪% সুদে শস্য ও ফসলখাতসহ কৃষিখাতে ১৯৫০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, চলতি আউশ মৌসুমে আউশ আবাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা থেকে মোট উৎপাদন হবে ৩৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন চাল। ইতোমধ্যে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের (আউশ, পাট, তিল ও গ্রীষ্ম কালীন সবজি) জন্য ৩ লক্ষ ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৩৪ জন কৃষকের মাঝে মাঝে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রণোদনা অর্থের সহায়তায় ৪১০.৮৬ মেট্রিক টন আউশ ধানের বীজ কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফসলের জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপন ও গ্রহণকরণ কার্যক্রমের আওতায় রাজস্ব অর্থায়নে ৭৫ কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান আছে বলেও তিনি জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সংকটের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ, কলামিস্ট, সাংবাদিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় চলমান আছে। ইতোমধ্যে, অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম, এমিরেটাস অধ্যাপক এবং সাবেক উপাচার্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, সাবেক সচিব জেড করিম, সাবেক সচিব নাজমুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ, বীজ বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ বীজ এসোসিয়েশন, শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানিকারক সমিতি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ফার্মস, সুপারশপ মালিক সমিতিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে এ মতবিনিময় অব্যাহত থাকবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সকলের সহযোগিতা বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের পক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি ও কৃষকের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করে দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বৃদ্ধি করে ২০৩০ সালের অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

চালু হলো ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন

রাজশাহী স্টেশনে ৫ জুন ২০২০ রাজশাহী ঢাকা রুটে 'ম্যাংগো স্পেশাল' ট্রেনের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন। এর আগে বিকেল চারটার সময় রহনপুর থেকে ট্রেনটি রাজশাহীর উদ্দেশে ছেড়ে আসে। এরপর সেটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে ঢাকার উদ্দেশে আম নিয়ে যাত্রা করে। ট্রেনটির উদ্বোধন করার সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক হামিদুল হক, পশ্চিম রেলওয়ের জিএম মিহির কান্তি গুহ

এদিকে দেশের বৃহত্তম চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট আমবাজার ও গোমস্তাপুরে পরিপক্ব আম আনুষ্ঠানিকভাবে কেনাবেচার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকা রুটে পণ্যবাহী নতুন দুটি ট্রেন প্রতিদিন যাতায়াত করবে। জুম এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আম পরিবহনের এ বিশেষ সেবা চালু হওয়ায় চাষিরা খুশি। এমন সুবিধা-সুযোগ তারা আগে কখন ভাবেননি। করোনা ভাইরাসের কারণে আম বাজারজাতকরণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এখন কৃষকবন্ধু ডাক সেবা ও স্পেশাল ম্যাঙ্গো ট্রেন চালুর খবরে তাদের দুশ্চিন্তা অনেকটা কেটে গেছে। করোনার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আম, লিচু ও অন্যান্য মৌসুমি ফল বিপণন এবং বাজারজাতকরণ খুব সহায়ক হবে।

ম্যাঙ্গো স্পেশাল-২ ট্রেনটি সপ্তাহে প্রতিদিন চলাচল করবে। ট্রেনটি প্রতিদিন চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে বিকেল ৪টায় এবং রাজশাহী থেকে বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে এবং ঢাকায় পৌঁছবে রাত ১টায়। অন্যদিকে, 'ম্যাঙ্গো স্পেশাল-১' ট্রেনটি প্রতিদিন ঢাকা থেকে রাত ২টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌঁছবে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। স্টেশন ভেদে ভাড়া হবে চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে প্রতি কেজি ১ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৩০ পয়সা ।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

বরিশালে করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক দু'দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো. আফতাব উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, বরিশাল ডিএই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জয়পুরহাট-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু এমপি প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংকটে চরম বিপাকে পড়া কৃষকদের ধান কাটার সুবিধার জন্য সরকারি উন্নয়ন সহায়তায় ৪টি কম্বাইন্ড হারভেস্টর পৌরসভার কৃষক রফিকুল ইসলাম প্রিন্স (চৌধুরী) জামালপুর ইউনিয়নের কৃষক মো: লিয়াকত হোসেন, ভাদসা ইউনিয়নের কৃষক মোঃ মজিদুল ইসলাম এবং জামালপুর ইউনিয়নের কৃষক মোঃ শহিদুল ইসলামের নিকট একটি করে কম্বাইন্ড হারভেস্টর হস্তান্তর করেন ৪ মে ২০২০।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

সাতক্ষীরায় ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে নিরাপদ সবজি ও ফল জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো হচ্ছে

করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনগণকে ঘরে রেখে সবজি ফলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার এক ব্যতিক্রমী উদ্যেগ নিয়েছে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। জেলার পৌর এলাকাসহ ৭টি উপজেলায় প্রায় দুইশত ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে ক্রেতাদের ফোনকলের ভিত্তিতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। জেলার সবচেয়ে বেশি সাড়া পড়েছে কালিগঞ্জ উপজেলায়। এখানে ১১০টি ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের মাধ্যমে এ সেবা দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ প্রসংগে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ রুহুল আমিন জানান, করোনা উদ্ভূতপরিস্থিতির কারণে জনগণকে বাজার গমণ নিরুৎসাহিত করতে উপজেলা কৃষি অফিসের তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের মাধ্যমে বিষমুক্ত সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিদিন একজন উদ্যোক্তার গড় বিক্রির পরিমাণ ৩ হাজার ৫০০ টাকা। এ প্রসংগে তিনি বলেন, যে সকল ছোট ছোট বিক্রেতা অস্থায়ীভাবে চাঁটাইয়ের উপর সবজি, ফলসহ নিত্যপণ্য বিক্রি করে থাকেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ক্রেতা বিক্রেতাসহ সর্বস্তরের জনগণের মাঝে এ কার্যক্রম ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা আরও বৃদ্ধি করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, করোনার কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে হলে খাদ্য উৎপাদন আরও অনেক বাড়াতে হবে। দেশে খাদ্য উৎপাদনে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে এবং উৎপাদনের যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি চলমান রয়েছে সেখানে থেমে গেলে হবে না। সেজন্য তা আরও বেগবান ও ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আউশ ও আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। ইতোমধ্যে আউশের জন্য বীজ, সার, সেচসহ বিভিন্ন প্রণোদনা কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আগামীর ফসল আমন ও রবি মৌসুমে বীজ, সার, সেচ প্রভৃতিতে যাতে কোন সমস্যা না হয়, সংকট তৈরি না হয় সেজন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। কৃষিমন্ত্রী ০১ জুন ২০২০ সকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে আমন ও রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সংস্থাপ্রধানদের সাথে অনলাইন (জুম প্ল্যাটফর্মে) সভায় এ কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মহামারী করোনার করাল গ্রাসে আজ পুরো পৃথিবী বিপর্যস্ত। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এর ফলে কোন কোন দেশে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষও হতে পারে। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ও অন্যান্য ভিডিও কনফারেন্সে বার বার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর নির্দেশনা দিয়েছেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বেগবান ও ত্বরান্বিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, দুর্ভিক্ষ না হয়। বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের সম্ভাব্য খাদ্য সংকটে আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ যাতে তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নিয়ে সহযোগিতা করতে পারে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমন আবাদের এরিয়া বাড়ানোর সুযোগ খুব একটা নেই। তবে, উন্নতমানের জাত ও মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহ এবং গবেষণা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতের ঘোষিত হেক্টরপ্রতি ফলন ও কৃষকের মাঠে উৎপাদিত হেক্টরপ্রতি ফলনের পার্থক্য কমিয়ে এনে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাশাপাশি, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে বছরে একটি মাত্র ফসল হয় সেখানে কিভাবে সারা বছর বিভিন্ন ফসল ফলানো যায়, এসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সভায় জানানো হয়, ২০২০-২১ অর্থবছরে আমন আবাদের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৫৯ লাখ হেক্টর ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৫৪ লাখ টন চাল। আমন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কম ফলনশীল জাতের আবাদ কমিয়ে আধুনিক/উফশী জাতের সম্প্রসারণ ও হাইব্রিড জাতের এলাকা বৃদ্ধি করা হবে। উন্নত জাতের জাত, মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, সুষম সারের নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা, সেচ খরচ হ্রাসকরণসহ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি রবি ফসল (গম, আলু, মিষ্টি আলু, শীতকালীন ভুট্টা, ডাল জাতীয় ফসল, তেল বীজ জাতীয় ফসল, মসলা ও সবজির) লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. এম. সাহাব উদ্দিনসহ অন্যান্য সংস্থাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সবজি বীজ হস্তান্তর করেন সংসদ সদস্য

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে সবজি বীজ হস্তান্তর করেন প্রধান অতিথি আলহাজ মহিব্বুর রহমান মহিব, মাননীয় সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী ৪ আসন

পটুয়াখালী ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মহিব্বুর রহমান মহিব ১৬ মে ২০২০ রাঙ্গাবালীর উপজেলা কৃষি অফিসারের কাছে ৩ হাজার প্যাকেট সবজিবীজ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, করোনা পরবর্তী খাদ্য সংকট যেন না হয়, সে জন্যই এসব বীজ বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্য। আমাদের প্রত্যেকের উচিত বাড়ির আঙ্গিনাসহ আবাদযোগ্য প্রতিখণ্ড জমি আবাদের আওতায় আনা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাশফাকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ডা. জহির উদ্দিন আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খোরশেদ আলম, উপজেলা মৎস্য অফিসার জাহিদ হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ধীমান মজুমদার, রাঙ্গাবালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী আহমেদ, প্রকল্পবাস্তবায়ন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. জুয়েল প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে প্রতি ইঞ্চি জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কৃষি বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে ৩ শ' জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এবার উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ক্রয়কৃত এসব সবজির বীজ চাষি পরিবারের মাঝে প্রদান করা হবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে ফল পৌঁছানোর জন্য রাজশাহীতে কৃষকবন্ধু ডাক সেবার উদ্বোধন

দেশব্যাপী বিভাগের বিশাল পরিবহন নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে বিনা ভাড়ায় প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত আম- লিচু ঢাকার পাইকারি বাজারে পৌঁছে দিবে ডাক অধিদপ্তর। ডিজিটাল প্ল্যাটফর এর মাধ্যমে এই সব মৌসুমী ফল রাজধানীর বিভিন্ন মেগাসপ ও পাইকারি বাজারে বিপণন করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকা কোন মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই সংশ্লিষ্ট কৃষকের নিকট পৌঁছে যাবে। দেশব্যাপী ডাক পরিবহনে নিয়োজিত ফেরত গাড়ীসমূহে বিনা মাশুলে কৃষকের কৃষি পণ্য পরিবহন করবে এতে পরিবহনে সরকারের বাড়তি কোন খরচেরও প্রয়োজন হবে না। রাজশাহী জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পুঠিয়া উপজেলার হলরুমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২ জুন ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় টেলিকনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব নূর-উর-রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র রাজশাহীতে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, পরিবহন চাহিদা গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই কার্যক্রম চালু করা হবে। করোনা সংকটকালে জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ সহজতর করতে সরকার প্রথম গত ৯ মে প্রথম কৃষকবন্ধু ডাক সেবা চালু করেছে, তারই ধারাবাহিকতাই রাজশাহীর হতে ফলমুল ডাক বিভাগের এই সুবিধায় ঢাকাতে পৌঁছানো হবে। এছাড়াও বিনা মাশুলে জনগণের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্ন ডাক সেবা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ ডাক সেবা চালুর কথা জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ডাকবিভাগের ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল মোহাম্মদ ওয়াহিদ উজ-জামান বলেন, ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিনা খরচে ঢাকায় আম পাঠাতে হলে প্রান্তিক চাষিরা নিজ নিজ এলাকার কৃষি কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। কৃষি কর্মকর্তা তালিকা করে জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। জেলা প্রশাসক তালিকা চূড়ান্ত করে দেবেন। তারপর বিনা খরচেই পর্যায়ক্রমে সবার আম ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক জনাব মো. হামিদুল হক, রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান জিএম হিরা বাচ্চু, ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক অসিত কুমার শীল, রাজশাহীর পোস্টমাস্টার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক মো. শামসুল হক, রাজশাহীর ডিপিএমজি ওয়াহিদ-উজ-জামান, উপজেলা কৃষি অফিসার শামসুন্নাহার ভূঁইয়া, ওসি রেজাউল ইসলাম এবং কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে নওশেরসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল বাজারজাতকরণে

প্রথম পাতার পর

যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাঠানো হয়েছে, তেমনি অন্যান্য জেলা হতে ব্যবসায়ী, আড়তদার ও ফড়িয়ারদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা, প্রয়োজনে তাদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র প্রদান ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা;

২. মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য পরিবহণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহনের অবাধে যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা, পরিবহনের সময় যাতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হয়;

৩. এছাড়া, ফরমালিন আতঙ্কে ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের যাতে কোন হয়রানি না করা হয় এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৪. মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য পরিবহনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহনের অবাধে যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা ও পরিবহনের সময় যাতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৫. মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য পরিবহনে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিআরটিসির ট্রাক সাশ্রয়ী ভাড়ায় ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিআরটিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৬. স্থানীয়ভাবে ব্যাংকের লেনদেনের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৭. হিমায়িত ওয়াগন অথবা সাধারণ ওয়াগনে প্যাডেস্টাল ফ্যানের ব্যবস্থা রেখে পার্সেল ট্রেনে মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৮. কৃষিপণ্য পরিবহনকারী ফিরতি ট্রাকের বঙ্গবন্ধু সেতুসহ অন্যান্য সেতুতে টোল হ্রাস করার জন্য সেতু বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৯. মৌসুমি ফল এবং কৃষিপণ্য পরিবহনকারী ট্রাকে জ্বালানি তেলের ওপর ভর্তুকি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১০. ত্রাণ হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে আম, লিচুসহ মৌসুমি ফল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১১. পুলিশ ব্যারাক, সেনাবাহিনীর ব্যারাক, বিজিবি, হাসপাতাল, জেলখানা, এতিমখানাসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে যেখানে সরকারি ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আম, লিচু, তরমুজসহ মৌসুমি ফল সরবরাহের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির সভাপতিত্বে গত ১৬ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. আ ফ ম রুহুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সংসদ সদস্য ডা. সামিল উদ্দিন আহম্মেদ শিমুল, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট সিম্পসন অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান।

এছাড়া, এ সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, দেশের শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানিকারক সমিতি, সুপারশপ মালিক সমিতি, আম-লিচু চাষি, ব্যবসায়ী ও আড়তদার এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'ফুড ফর ন্যাশন'

প্রথম পাতার পর

কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সময়মতো বিক্রি করতে পারছে না, আবার বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছে না। বর্তমানে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, এ অবস্থায়, প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং সেই সাথে ভোক্তারা যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে, স্বল্প সময়ে এবং সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'সারা দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনায় যে নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে তা মোকাবেলায় এই উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে'। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে উৎপাদিত শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের একটা বিরাট অংশ বিপণনের অভাবে প্রতি বছর অপচয় ও নষ্ট হয়। এ প্ল্যাটফর্মটি যথাযথভাবে কাজ করলে কৃষিপণ্যের অপচয়রোধেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে'।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, দেশের চাহিদা অনুসারে কৃষি পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হলেও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ভোক্তাগণও সবসময় সঠিক মূল্যে তাদের চাহিদা মোতাবেক কৃষি পণ্য পাচ্ছে না। এর পেছনে অন্যতম কারণগুলো হলো- তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষকসহ সাধারণ জনগণের সঠিক জ্ঞান ও উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাব, পরিবহণ ব্যবস্থায় দৌরাত্ম্য, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং সার্বিকভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব। তিনি বলেন, এসকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম 'ফুড ফর ন্যাশন' উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, iDEA প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, বিআরটিসি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই, iDEA প্রকল্প-সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ ও স্টার্টআপবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'ফুড ফর ন্যাশন' বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষিপণ্য প্ল্যাটফর্ম। 'একশপ' এর সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক হতে শুরু করে বাজারজাতকারী, আড়ৎদার, বিপণনকারী আর প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা একই প্ল্যাটফর্মে পাবেন দেশব্যাপী দাম আর মানের যাচাই আর সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুযোগ। সহজ ও মোবাইল বান্ধব ইন্টারফেসের এ প্ল্যাটফর্মে ক্রেতা-বিক্রেতা রেজিস্ট্রেশন করে কৃষি জাতীয় সকল ভোগ্য ফসল বা সবজির ক্যাটাগরি নির্বাচন করে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে, কিনতে পারবে। স্টার্টআপ বাংলাদেশের মাধ্যমে এখানে যুক্ত সকল ধরণের ক্রেতাগণ বিক্রেতার প্রোফাইলে দেয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে শাকসবজিসহ সকল কৃষিপণ্য ক্রয় বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। পণ্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের সুবিধামতো মাধ্যম নির্বাচন করে লেনদেন করবেন। পরিবহনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজে দরদাম করে ব্যবস্থা করতে পারে অথবা একশপ ফুলফিলমেন্ট সেবাটি গ্রহণ করতে পারবে। এই মার্কেটপ্লেসটি সম্পূর্ণ ফ্রি প্ল্যাটফর্ম, এর ব্যবহার করে ক্রয়- বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে বিনামূল্যে।

এছাড়া এটিতে কৃষি ব্যবসায়ীদের ডেটাবেইস, ফসল ও কৃষিপণ্যের দৈনিক বাজার দর এবং সহযোগিতার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নম্বর থাকবে।

'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি তৈরি ও সমন্বয়ের কাজ করছে- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই (a2i) এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (BRTC), ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (e-CAB)। পাশাপাশি, iDEA প্রকল্প বা স্টার্টআপ বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তরুণ উদ্যোক্তা কোম্পানি- কৃষাণ, আই ফার্মার, ডিজিটাল আড়ৎদার, চালডাল, শপআপ, ট্রাক লাগবে, সহজ ট্রাক এবং পাঠাও সহ প্রায় ১২টি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান এ প্ল্যাটফর্মে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংযুক্ত থাকবে। আইসিটি বিভাগের এটুআই (a2i) এর 'একশপ' উদ্যোগ 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটির সহায়তায় সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকলকে নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত

প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। এ সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নাসিরুজ্জামান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হলেও অবশিষ্ট সময়ের মাঝে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। ডাক্তার-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী যেমন ফ্রন্টলাইনে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তেমনি কৃষিতে প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়ে হলেও কাজ করে যেতে হবে। যাতে করে দেশে খাদ্যের কোন ঘাটতি না হয়, দুর্ভিক্ষ না হয়। এসময় কৃষিমন্ত্রী কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সকল সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

'এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে'- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনাকে শিরোধার্য করে কোভিড-১৯ এর কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সকলকে নিরলস কাজ করার আহ্বান জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, করোনার দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তা আরও বেগবান করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকলকে নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে নিরলসভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, বর্তমান অর্থবছরে মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত অর্জিত জাতীয় গড় অগ্রগতি অপেক্ষা এ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বেশি হয়েছে। তিনি এ ধারা অব্যাহত রাখার তাগাদা দেন।

সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭৬৩.৯৪ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৩৪.৩৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২৯.৫৫ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১১৭২.১৬ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত বরাদ্দের ৬৬.০০ শতাংশ এবং অর্থ ব্যয় হয়েছে ৮৬১.৪২ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত এডিপি রবাদ্দের ৪৯ শতাংশ, এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৪৮.০০ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৫৪.০০ শতাংশ। এ সময় পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ৪৩.৭৩% শতাংশ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা
❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; মে-জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বোরো ধানের ভাল দাম পাচ্ছেন কৃষক – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, সারাদেশে এ বছর ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। ইতোমধ্যে হাওরের শতভাগ এবং সারা দেশের শতকরা ৪৮ ভাগ ধান কর্তন শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকেরা সফলভাবে ধান ঘরে তোলার পাশাপাশি ধান বিক্রিতে ভাল দাম পাচ্ছেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৪ মে ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বোরো ধানের দাম এবং ধান কর্তন অগ্রগতি বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, অঞ্চলভেদে ধানের বাজার দরের কমবেশী রয়েছে। তাছাড়া ভেজা ও শুকনা ধান এবং মোটা-চিকন ধানের দামেও পার্থক্য রয়েছে।

ব্রিফিংকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: নাসিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আবদুর রৌফ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে কৃষি বিভাগের ১৪টি অঞ্চল ও জেলার কৃষি সম্প্রসারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আমফানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদেরকে বিনামূল্যে সার, বীজ ও নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়া হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, ১৫ মে ২০২০ ঘূর্ণিঝড় আমফান আঘাত হানার পূর্বাভাস পাবার সাথে সাথেই কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই ছিলেন সতর্ক। ফসলের ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য কৃষককে দেয়া হয়েছিল প্রয়োজনীয় পরামর্শ। ফলে ঘূর্ণিঝড় আমফানের ফলে কৃষিতে ব্যাপক-ভিত্তিক ক্ষতি সাধিত হয়নি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২১ মে ২০২০ হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবন থেকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আমফানের ফলে কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনলাইনে (জুম প্ল্যাটফর্মে) মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন তুলে ধরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি না হলেও অল্প কিছু কৃষিজ ফসলের বিশেষ করে ফলের মধ্যে আম, লিচু, কলা, সবজি, তিল এবং অল্প কিছু বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির চূড়ান্ত হিসাব নিরূপণের কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মোট জমির পরিমাণ ১,৭৬,০০৭ হেক্টর। ইতোমধ্যে হাওরে শতভাগ, উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭ জেলায় শতকরা ৯৬ ভাগসহ সারা দেশে গড়ে ইতোমধ্যে ৭২ শতাংশ বোরো ধান কর্তন করা হয়েছে। ফলে, ক্ষতির পরিমাণ সামান্য যা আমাদের খাদ্য উৎপাদনে তেমন প্রভাব পড়বে না।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শাকসবজি ও মসলা চাষিদের তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমন মৌসুমে বিনামূল্যে সার, বীজ ও নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নভেল করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপির নির্দেশনায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাস্তবায়নাধীন পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (জুট জিনোম প্রকল্প) এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে বাংলাদেশে সংক্রমিত নভেল করোনার ০৭টি (সাতটি) নমুনা ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে। জিনোমের তথ্যসমূহ GISAID database এ জমা দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। উন্মোচিত জিনোম তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিকোয়েন্স সমূহের সাথে সৌদি আরব, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকোয়েন্সের মিল রয়েছে।

উন্মোচিত জিনোম সিকোয়েন্সের একটি জিনোমের ক্ষেত্রে ৭টি স্থানে, ২টিতে ৫টি স্থানে এবং ৪টিতে ৪টি স্থানে মিউটেশন বা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৫১১ এবং ৫১৭ নং নমুনার সিকোয়েন্সে একই স্থানে ৩৪৫ বেইসপেয়ার এর ডিলিশন পরিলক্ষিত হয়, যা সিংগাপুরের কিছু জিনোমের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে। অর্থাৎ উক্ত দুইটি জিনোমে এনএস৮ জিনটির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বর্তমানে উন্মোচিত জিনোম সিকোয়েন্সের অধিকতর বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। উন্মোচিত সিকোয়েন্স তথ্য ডায়াগনস্টিক টেস্টগুলোর ডিজাইন এবং মূল্যায়ন করা ও চলমান প্রাদুর্ভাবটির দমনে সম্ভাব্য বিকল্প পন্থা শনাক্তকরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

২০ মে ২০২০,

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd